দৈনিক সংবাদ ভিত্তিপত্র 05 SEP 1988

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

পরীক্ষার্থীরা খাতার পেছনে ছুটছে কেন ?

টিভি অনুষ্ঠান 'সমকাল'-এ কিছুদিন আগে যে 'গোল টেবিল' বৈঠক বসেছিল এতে শিরোনামে উল্লেখিত বিষয়ে বেশ খোলা-মেলা আলোচনা হয়েছিল এবং অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকসহ বেশ কয়েক-জন প্রবীণ শিক্ষক/শিক্ষিকা। শেষোক্তদের প্রায় সবাই কোন না কোন বিষয়ে স্ব স্ব বোর্ডের আওতাধীন বিগত মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রধান পরীক্ষক ছিলেন। তারা নির্দ্বিধায় স্বীকার করেছেন যে, তদবির বা 'ধরাধরি' নামক এই ব্যাধিটি বেশ ব্যাপক-ভাবেই আমাদের পরীক্ষা পদ্ধতিতে ঢুকেছে। এমনকি 'টাকার খেলা' চলে বলেও আলোচনায় কিছু কিছু ইংগিত পাওয়া গেছে। যে সমস্ত কারণ চিহ্নিত করা হয়েছে এরমধ্যে 'ফেল' এবং নিম্নতর শ্রেণীভুক্ত এড়ানো এ দুটোই প্রধান বলে বিবেচিত হচ্ছে। তৃতীয় যে কারণটি সম্বন্ধে কিছুটা ভাসাভাসা কথা-বার্তা হয়েছে (যেমন গুজব শোনা যায় ইত্যাদি) তা হলো 'মেধা তালিকায়' নাম অন্তর্ভুক্তিকরণ বা তথাকথিত 'প্লেস' পাবার প্রচেষ্টা, বিশেষ করে ওপরের দিকের। এই ব্যাপারে নাকি শিক্ষিত এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিরাই বেশী ঘোরাঘুরি করে থাকেন। 'ফেল' না 'পাস' বা 'প্রথম বিভাগ' না 'দ্বিতীয় বা তৃতীয় বিভাগ' এগুলোর পরবর্তী জীবনে একটা তাৎপর্য রয়েছে বলে পরীক্ষার্থী বা তাদের অভিভাবকবৃন্দের এ সংক্রান্ত একটা উদ্বেগ থাকাটা স্বাভাবিক। কিন্তু বোর্ড 'ষ্ট্যাণ্ড' করেছিল কি করেনি, পরবর্তীতে এর কোন বিশেষ স্বীকৃতি থাকে কি? এমনকি বোর্ড প্রদত্ত সার্টি-ফিকেট বা মার্কশীটেও এর কোন উল্লেখ থাকে না। আসলে প্রথম ২০ জনের নাম পত্রিকায় ওঠে, আর প্রথম বা দ্বিতীয় হলে পত্রিকায় ছবি, বাসায় সাংবাদিকদের ভিড়, গর্বিত পিতা-মাতার ছবি ও সাক্ষাৎকার ইত্যাদির মাধ্যমে সাময়িক একটা পাবলিসিটি মিলে সত্য কিন্তু এর বাইরে এসবের বিশেষ কোন মূল্য থাকে না। কিন্তু এই ফলাফল কি সত্যিই তাদের মেধার আপেক্ষিক মূল্যায়ন? এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলের একটু বিশ্লেষণ করা যাক। চারটি বোর্ডের যথাক্রমে ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ স্থান দখলকারী পরীক্ষার্থী-দের প্রাপ্ত সর্বমোট নম্বর হলো, ঢাকা: ৮৫৯, ৮৪৬, ৮৪৪, ৮৪৩, রাজশাহী ৮৬০, ৮৫৯, ৮৫৮, ৮৫৩, কুমিল্লা, ৮২১, ৮২০, ৮১৯, ৮১৭, যশোহর ৮৪২, ৮৩৮, ৮৩১, ৮২৭। মনে রাখা দরকার এসব পরীক্ষার্থীর পরীক্ষার বিষয় অনেক ক্ষেত্রে আলাদা, পরীক্ষা কেন্দ্র ও এগুলোর পরিবেশ আলাদা এবং সর্বোপরি পরীক্ষক আলাদা। এতসব সীমাবদ্ধতার মধ্যে অনুষ্ঠিত পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে যে 'মেধা তালিকা' প্রকাশিত হয় এটাকে কি আপেক্ষিক মেধার পরিচায়ক বলা যাবে? সমস্যাটির আরও একটা দিক বিশেষভাবে বিবেচ্য। যে পরীক্ষার্থী একবার ১ম বা ২য় 'স্থান' পেল সে একটা সাময়িক আনন্দ অনুভব করে বটে, কিন্তু পরবর্তী পরীক্ষাগুলোতে তার ওপর একটা বিরাট মানসিক চাপের সৃষ্টি হয় (পিতা মাতা, আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধবের কাছে 'মুখ রক্ষার' তাগিদে)। এমন কি এর ফলে কেউ কেউ মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ব্যক্তিতে পরিণত হয়।

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগ, এই তিনটি বিভাগ ভিত্তিক শ্রেণী বিন্যাসের মাধ্যমে (রোল নম্বরের ক্রম অনুসারে) প্রকাশিত ফলাফলের সঙ্গে 'ষ্টার মার্ক', 'লেটার মার্ক' ইত্যাদির সংকেতও যুক্ত থাকে। এ থেকেই একজন পরীক্ষার্থীর সামগ্রিক মেধার একটা পরিচয় পাওয়া যায়। আর এই সঙ্গে 'মার্কশীট' বিবেচনায় আনা হলে তো কথাই নেই। তাই আমার মনে হয় মেধাতালিকা প্রকাশের আদৌ কোন প্রয়োজনীয়তা বা যৌক্তিকতা আছে কিনা তা ভেবে দেখা দরকার। এটা এড়ানো সম্ভব হলে খাতার পেছনে ছোটা-ছুটি বহুলাংশে হ্রাস পাবে।

অধ্যাপক কাজী আবদুল লতীফ,
৭৩, উত্তর ধানমণ্ডি, ঢাকা।

149